শিফোরা লেডিস বিউটি পার্লার

গোলবাজার, (কংগ্রেস ভবনের বিপরীত গলিতে, দুধের ডিপোর আগে), অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

এখানে মেকআপ, হেয়ার, স্কিন-এর সব কাজ যত্ন নিয়ে করা হয়।

ফোন : 6296011219

গ্রামবাংলার খবর

সংবাদ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

বই প্রকাশ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং
যত্ন নিয়ে করি
যোগাযোগ
7679520350 / 9748282987

www.grambanglarkhabar.com | grambanglarkhabar | বর্ষ - ২৬ | সংখ্যা: ৩ | ৫-২০ মে ২০২৬ | ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ | মূল্য ঃ ৫ টাকা

শ্রীচরণেষু



ছবি : পার্থ মিত্র

দুর্নীতিগ্রস্ত কাউকে ছাড়া হবে না, পুরকর্মীদের স্পষ্ট বার্তা বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের

আশিস কুমার ঘোষ : বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পরে হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল ১৯ মে মঙ্গলবার হাবড়া পুরসভার কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে পুর-আধিকারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবার পরামর্শ দেন তিনি। কোনও সাধারণ নাগরিক পুর-পরিষেবা থেকে কোনও ভাবেই যেন বঞ্চিত না হন সে বিষয়ে পুর-কর্মচারীদের সঠিকভাবে কাজকর্ম করার পরামর্শ দেন। এদিন তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী ও পুরকর্তাদের সতর্ক করে বলেন, পুর-পরিষেবা দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের থেকে বেআইনিভাবে অর্থ আদায় করা বন্ধ করতে হবে।

এদিন তিনি জানান, অর্থের বিনিময়ে

চার পাতায়

দলের পরাজয়ের জন্য অশোকনগরের মানুষ দায়ী নয়, বললেন তৃণমূল নেতা ধীমান রায়

দিলীপ রায় : 'দলের পরাজয়ের জন্য অশোকনগরের মানুষ দায়ী নয়', বললেন তৃণমূল নেতা তথা অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার উপপুরপ্রধান ধীমান রায়। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ৭ মে বিকেলে নিজের দফতরে বসে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলেন তিনি। পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। প্রসঙ্গত, ধীমান রায় অশোকনগর বিধানসভা এলাকা জুড়ে তৃণমূলের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস জন্ম নেওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যুব কংগ্রেসে নেত্রী ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর অনুগামী ছিলেন ধীমান রায়। মমতা তাঁর এই অনুগামীকে একাধিক বার প্রার্থীও করেন। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে অশোকনগর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভও করেন তিনি। কিন্তু ২০২১ সালে তাঁকে এই কেন্দ্রে দলের প্রার্থী ঘোষণা ও দলের প্রতীক দেওয়ার পরও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয় নারায়ণ গোস্বামীকে। পরবর্তীতে পুরসভা নির্বাচনে ১৭ নং ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পরে তাঁকে পুরপ্রধান করা হবে বলে ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁকে করা হয় উপপুরপ্রধান। পরপর দু'বার তাঁকে বঞ্চিত করা হয় এবং চূড়ান্ত অপমানিত হন। এদিন এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।



ছবি : গৌতম সমাদ্দার

দলের পরাজয়ের পর এদিন তিনি বলেন, আজকের এই দিনের জন্য আমরা তৈরি ছিলাম না। দলের প্রথম লগ্ন থেকে ১৯৯৮ সালের আগে থেকেই আমি দলের হয়ে কাজ করেছি। আমি, বিকাশ, গোপাল মুখার্জি, পরবর্তীতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একসঙ্গে সবাই কাজ করেছি। পরে দল ভাগ হয়ে যায়। যারা মমতা ব্যানার্জিকে গালাগাল করলেন তারাই দলের সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন। গত ৫ বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করলাম, এমন একজনকে প্রার্থী করলো দল যে তিনি বিধায়ক হওয়ার পর অশোকনগরের যে হৃত গৌরব, সেই গৌরব নষ্ট হয়ে গেছে। যাঁরা দলের পুরনো দিনের লোক তাঁদের ছাঁটা শুরু হলো, আর একশ্রেণির ধান্দাবাজ দলের সর্বময়কর্তা হয়ে উঠলো। আমাকে পুরসভা নির্বাচনে ১৭ নং

দুই পাতায়

টর্নেডোয় ভাঙল ঘর, বৃদ্ধ দম্পতির আশ্রয় গাছতলায়, পাশে দাঁড়াল অশোকনগর বিজেপি

বিক্রম পাল : বিধ্বংসী ঝড় টর্নেডো কেড়েছে মাথার ওপরের ছাদ, ছোট্ট চায়ের দোকান। বাধ্য হয়েই গাছতলায় আশ্রয় নেন বৃদ্ধ দম্পতি। এমন চিত্রই দেখা গেছে অশোকনগর বিধানসভার অন্তর্গত ২২ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা অরুণ কান্তি পিপলাই ও মালতি পিপলাইয়ের বিদ্যাধরী খালের কাছে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান ছিল। গত ১৫ মে শুক্রবার রাতে প্রবল ঝড়ে অন্য অনেকের মতো তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁদের বাড়ি-দোকান ধ্বংস হয়ে যায়। সেই থেকে টানা পাঁচদিন চরম অসহায় অবস্থায় গাছতলায় দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চেয়েছিলেন। আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু কোনও সাহায্য মেলেনি। অথচ জানা যায়, ওই ঝড়ের পরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন অশোকনগরের বিধায়ক ডা: সুময় হীরা-সহ বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। এছাড়াও বাম ছাত্র-যুবদের একটি দলও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি,



সৌজন্যে : অশোকনগর কল্যাণগড় ফেসবুক পেজ

স্থানীয় কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ সাহাও দলবল নিয়ে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন বলে খবর।

অথচ, ঝড়ের পর টানা পাঁচদিন ধরে বৃদ্ধ দম্পতি গাছতলায় কাটালেও তা নিয়ে কারও কোনও হেলদোল ছিল না। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নাগরিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জনৈক অভীক চক্রবর্তীর মাধ্যমে 'অশোকনগর কল্যাণগড়' ফেসবুক পেজে এই বৃদ্ধ দম্পতির অসহায় অবস্থার খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে তা নজরে আসে বিধায়ক ডা: সুময় হীরার। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে বিজেপির অশোকনগর মণ্ডল ৩-এর সভাপতি বাপি মিস্ত্রি-র উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে জরুরি খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, মানুষের পাশে থেকে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, ওই অঞ্চলে একাধিক পরিবার বিধ্বংসী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর। তাদের ক্ষেত্রেও প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ জরুরি বলে দাবি করেছেন স্থানীয় একাধিক নাগরিক।

সাধারণ মানুষের পক্ষে সংবাদ পরিবেশনই আমাদের লক্ষ্য

নজরে রাখুন
গ্রামবাংলার খবর পাক্ষিক সংবাদপত্র
গ্রামবাংলার খবর অনলাইন
grambanglarkhabar.com
সাহিত্য চর্চার নয়া পরিসর 'খাগ' অনলাইন
khag.grambanglarkhabar.com
এবং ফেসবুক পেজে।
আমাদের আবেদন, স্বাধীন এই সংবাদ মাধ্যমকে আর্থিক অনুদান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন।

UPI ID: diliproy.journalist@oksbi

পাশে থাকুন। সহযোগিতা করুন।

গ্রামবাংলার খবর
বর্ষ - ২৬ সংখ্যা - ১-২
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

ভয়ের পরিবেশ নয়, ভরসা চায় সাধারণ মানুষ

রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। নতুন সরকার এসেছে। আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ ছিল। শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ ছিল। আর এসব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভও ছিল। ইভিএমে সেই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে। যদিও নির্বাচন প্রক্রিয়া আপাত দৃষ্টিতে স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ মনে হলেও এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও নানান অভিযোগ রয়েছে। সেসব অভিযোগের সদুত্তর নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পাওয়া যায়নি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটাধিকার থেকে বাদ যাওয়া নাগরিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এসবের পরেও বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের ভোটদানে এ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করেছে।

নির্বাচনে বিজেপির স্লোগান ছিল 'ভয় আউট ভরসা ইন বিজেপিকে ভোট দিন'। মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে ভরসা করেই। কিন্তু বিজেপি সরকার গড়ার ১৫ দিনের মধ্যেই ভরসা দূরের কথা আতঙ্কের মুখে দাঁড়িয়েছে অগণিত মানুষ। রাজ্যজুড়ে রেল দফতরের জায়গায় থাকা হকারদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির সুযোগ নিমেষে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে এভাবে উচ্ছেদ অমানবিক ছাড়া আর কিছুই নয়। রেলের পরিসর বা ফুটপাত দখলমুক্ত করা গেলে তা সর্বসাধারণের পক্ষে ভালো হবে। কিন্তু যে দেশে সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ, সেখানে পুনর্বাসনের সুযোগ না দিয়ে উচ্ছেদ একেবারেই সঠিক হতে পারে না। ফলে ভয় আউট ভরসা ইন স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর এই সরকার আদতে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে বলেই মনে করছেন বহু মানুষ।

মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম পরব ঈদ আর ক'দিন পরেই। এরমধ্যেই সরকার পুরনো একটি আইনকে সামনে এনে গো হত্যা বা গরু কুরবানী নিয়ে বিধিনিষেধ জারি করেছে। এই কারণে মুসলিম জনসাধারণের খুশির ঈদ এবার বড়ো দুঃখের হয়ে গেছে। অন্যদিকে, হিন্দু গরু ব্যবসায়ীদেরও মাথায় হাত পড়েছে। পশু হাটগুলিতে গরু বেচাকেনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। গরু লালন পালনে বিনিয়োগ করা হিন্দু ব্যবসায়ীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। গো-পালকদের অনেকেই গরু লালন পালনের জন্য নেওয়া ঋণ কিভাবে শোধ করবেন তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যার হুমকিও দিচ্ছেন। রেল হকার, ফুটপাত হকার, গো-পালকদের মতো প্রান্তিক মানুষের জীবনে ভরসা তো আসেইনি, উলটে ভয়াবহ এক আতঙ্কের মুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা।

রাজ্যের নবনির্বাচিত সরকারকে অবশ্যই প্রান্তিক মানুষের রুটি রুজির অনিশ্চয়তার দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। সাধারণ নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের অনিশ্চিত জীবনের পথে ঠেলে দেওয়া কোনও সুষ্ঠু প্রশাসনের কাজ হতে পারে না। কারণ, ভয়ের পরিবেশ নয়, ভরসা চায় সাধারণ মানুষ। প্রতিশ্রুতি ভুললে চলবে না।

দলের পরাজয়ের জন্য অশোকনগরের

এক পাতার পর

ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হলো। জয়ী হলাম। দলনেত্রী আমাকে পুরপ্রধান করা হবে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু আমাকে উপপুরপ্রধান করা হলো। পুরসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই কিভাবে করা হলো বুঝতে পারলাম না। পয়সা আছে, যথেষ্ট পয়সা আছে, তাকেই প্রার্থী করা হলো। অথচ ওখানে যে সবচাইতে প্রমিনেন্ট, মতুয়া সম্প্রদায়ের লোক, চঞ্চল, তাকে প্রার্থী করা হলো না। যাকে প্রার্থী করা হলো সে বিজেপি নেতার ছেলে। আমার রাজনৈতিক নেতা উৎপল তালুকদারকে প্রার্থী করা হলো না। নির্বাচনে কোনও দিন হারেনি, এমন মানুষ উৎপল তালুকদারকে প্রার্থী করা হলো না। শোকে দুঃখে মারা গেলেন তিনি। গত ৫ বছরে কাউন্সিলরদের নির্দেশ দেওয়া হয়, আমার সঙ্গে যেন তারা কথা না বলেন। বোর্ড মিটিং, সিআইসি মিটিংয়ে হুলিয়া জারি করা হলো, কোনও কাউন্সিলর আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। একুশ সালের পরে বারবার বলা হলো, তুমি রেডি থেকো। কিন্তু এবারও আমাকে প্রার্থী করা হলো না। যারা বলেছিলেন তারা নিজেরাই জানেন কারা বলেছিলেন। আমার মাতৃবিয়োগ হয়েছে, নিমন্ত্রণ রক্ষাও কেউ করেনি। আমার বাড়িতে বাৎসরিক কালীপুজো সেখানেও এই কাউন্সিলরদের যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা। দীর্ঘদিনের ক্রীড়া সংগঠন এএসএটাকে দখল করে নেওয়া হলো। স্টেডিয়াম দখল করে খেলার পরিবর্তে মেলা, উৎসব নিয়ে মেতে উঠলেন। একটা ফাংশানে কুরুচিকর উক্তি নিয়ে বিধায়ককে শো-কজ করল দল। কিন্তু কি হলো জানতে পারলাম না। নিজেকে দলের একনিষ্ঠ সৈনিক উল্লেখ করে ক্ষুব্ধ ধীমান রায় বলেন, তিনি কখনও দলবিরোধী কাজ করেননি। দলের নির্দেশে কাজ করে গেছেন। কিন্তু এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এক প্রশ্নের জবাবে দলীয় নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কেন আমি অপ্রিয় হয়ে গেলাম জানতে পারলাম না। আমার দারিদ্রতার কি সুযোগ নেওয়া হলো? একবার তো আমাকে বলবেন, এই কারণে তোমাকে টিকিট দেওয়া হলো না?

বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১৫৭তম : আরএসএফ

নয়াদিল্লি : রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস কর্তৃক গত ৩০ এপ্রিল প্রকাশিত ২০২৬ সালের বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত ১৫৭তম স্থান অর্জন করেছে। ২০২৫ সালের সূচকে ভারতের অবস্থান ছিল ১৫১তম ফলে বর্তমান র‍্যাঙ্কিংয়ে ছয় ধাপের অবনতি ঘটেছে। সাংবাদিকতা পর্যবেক্ষণকারী এই সংস্থাটির আগে নাম ছিল রিপোর্টার্স সঁ ফ্রঁতিয়ের (আরএসএফ)। এই সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, গত ২৫ বছরে তাদের সূচকে ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলের গড় স্কোর কখনও 'এত কম' হয়নি। এই সূচকের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি দেশ এখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য 'কঠিন' বা 'অত্যন্ত গুরুতর' বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই সূচকের শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, এস্তোনিয়া, ডেনমার্ক এবং সুইডেন। তালিকার শেষের দিকে রয়েছে সৌদি আরব, ইরান, চীন, উত্তর কোরিয়া এবং ইরিত্রিয়া। আরএসএফ বলছে যে, কিছু বিচ্ছিন্ন উন্নতি সত্ত্বেও, এই সূচকের বিশ্লেষণ বিশ্বের অনেক অংশে সাংবাদিকতার অবস্থার উদ্বেগজনক অবনতিকে তুলে ধরেছে। কারণ, ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে ১০০টিরই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্কোর হ্রাস পেয়েছে। গত এক বছরে সূচকটির আইনি সূচক সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে, যা একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকতাকে ক্রমবর্ধমানভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। আমেরিকায় পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাত ধাপ নিচে নেমে গেছে এবং বেশ কয়েকটি লাতিন আমেরিকান দেশ সহিংসতা ও দমন-পীড়নের এক গভীর আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের প্রায় সব প্রতিবেশী দেশই ভারতের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে, পাকিস্তান ১৫৩তম, ভুটান ১৫০তম, নেপাল ৮৭তম, শ্রীলঙ্কা ১৩৪তম এবং বাংলাদেশ ১৫২তম। তবে চীন রয়েছে ১৭৮তম অবস্থানে। ভারত রয়েছে ১৫৭তম স্থানে রয়েছে। ফিলিস্তিনেরও নিচে অবস্থান, যেখানে ইসরায়েল গত দুই বছর ধরে গণহত্যা চালিয়ে আসছে। ২০২৪ সালে ভারত ১৫৯তম স্থানে ছিল। ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংকটের পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দলের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে আরএসএফ বলেছে,

সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা বৃদ্ধি, গণমাধ্যমের মালিকানার চরম কেন্দ্রীকরণ এবং ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঝোঁক সম্পন্ন সংবাদ মাধ্যমের কারণে, ২০১৪ সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নেতা এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী ডানপন্থার প্রতিমূর্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনাধীন 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র'-এ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকটে পড়েছে।



এই সূচকটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনি, সামাজিক এবং নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন সূচককে নির্দেশ করেছে। ভারতের স্কোরগুলো হলো - দেশের তথ্য-ফাইলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে গণমাধ্যমের পরিধি সমৃদ্ধ হলেও, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে এবং তাঁর দল বিজেপি ও গণমাধ্যমে প্রভাবশালী বড় পরিবারগুলোর মধ্যে এক নাটকীয় সমঝোতা ঘটানোর পর থেকে এক 'বেসরকারি জরুরি অবস্থা'-র মধ্যে পড়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম।

আরএসএফ উল্লেখ করেছে যে, কীভাবে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রুপের ধনকুবের মুকেশ আম্বানি ৭০টিরও বেশি গণমাধ্যমের মালিক এবং কীভাবে ২০২২ সালের শেষে মোদীর আরেক ঘনিষ্ঠ ধনকুবের গৌতম আদানির এনডিটিভি অধিগ্রহণ মূলধারার গণমাধ্যমে বহুত্ববাদের অবসানের ইঙ্গিত দিয়েছে। আরএসএফ 'গোদি মিডিয়া'-র উত্থানের বিষয়টি লক্ষ্য করেছে, এটি মোদীর নাম এবং 'চাটুকার' শব্দের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি শ্লেষ, যার মাধ্যমে তারা পর্যবেক্ষণ করছে যে কীভাবে 'চাপ ও প্রভাবের মাধ্যমে বহুত্ববাদী সংবাদমাধ্যমের ভারতীয় মডেলটি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।'

আরএসএফ বলছে, 'প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করেন না, শুধুমাত্র সেইসব সাংবাদিক এবং ইউটিউবারদের সাক্ষাৎকার দেন যারা তাকে অনুকূলভাবে তুলে ধরেন এবং যারা আনুগত্য দেখায় না তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। ভারতীয় সাংবাদিকরা বিজেপি-সমর্থিত ট্রোলদের দ্বারা হয়রানির শিকার হন।'

আরএসএফ আরও জানায় যে, সংবাদমাধ্যমকে দমন করার জন্য সরকারগুলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা, মানহানি এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের মতো ঔপনিবেশিক আমলের আইন ব্যবহার করতে কখনও দ্বিধা করেনি। সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইনও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেও সংস্থাটি উল্লেখ করেছে। আরএসএফ-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, যেহেতু ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো মূলত বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর নির্ভরশীল, যার প্রধান উৎস হলো সরকার, তাই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারই সংবাদমাধ্যমের বিষয়বস্তু সেন্সর করার জন্য তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করার মতো অবস্থানে রয়েছে এবং তা করেও থাকে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নরেন্দ্র মোদীর আমলে বিজ্ঞাপনের জন্য শত শত কোটি ডলার সরকারি তহবিল ব্যয় করা হয়েছে। সংবাদ কক্ষগুলোতে বৈচিত্র্যের অভাব রয়েছে।

'সাংবাদিকতা পেশায় বিশেষ করে ব্যবস্থাপকীয় পদগুলো, উচ্চবর্ণের হিন্দু পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার হিসেবেই রয়ে গেছে, এই পক্ষপাতিত্বের প্রভাব প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিকোণের ওপর পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, প্রধান প্রধান সান্ধ্যকালীন টক শোগুলোতে অতিথিদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ১৫ শতাংশেরও কম। হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যা সমসাময়িক ঘটনাবলীকে রূপ দিচ্ছে, রাজনৈতিক বিতর্কের কাঠামো তৈরি করছে এবং ভিন্নমতাবলম্বী বা সংখ্যালঘু কণ্ঠস্বর শোনার সুযোগকে সংকুচিত করছে।'

এতে আরও যোগ করা হয় যে, বেশিরভাগ টিভি গণমাধ্যম, বিশেষ করে হিন্দিতে, তাদের সম্প্রচারের সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মীয় সংবাদে ব্যয় করে, যা কখনও কখনও প্রকাশ্যে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার প্রচার করে।

এছাড়াও, প্রতি বছর গড়ে দুই থেকে তিনজন সাংবাদিক তাদের কাজের কারণে নিহত হওয়ায়, গণমাধ্যম পেশাজীবীদের জন্য ভারত বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক দেশ, প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক: ''সরকারের সমালোচক সাংবাদিকরা নিয়মিতভাবে অনলাইন হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি এবং শারীরিক আক্রমণের শিকার হন, সেইসাথে ফৌজদারি মামলা এবং নির্বিচার গ্রেপ্তারেরও সম্মুখীন হন। তারা পুলিশ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক কর্মী, সেইসাথে অপরাধী গোষ্ঠী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত স্থানীয় কর্মকর্তাদের হাতে সহিংসতার শিকার হতে পারেন। হিন্দু উগ্র ডানপন্থীদের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ হিন্দুত্বের সমর্থকরা, বিশ্বাসঘাতক এবং 'দেশবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত সমালোচকদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিশোধের আহ্বান জানায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘৃণা ও হত্যার আহ্বানের ভয়াবহ সমন্বিত প্রচার চালানো হয়; এইসব প্রচার বিশেষত সহিংস হয়ে ওঠে যখন নারী সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়, যাদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হয়। পরিবেশগত বিষয় বা কাশ্মীরের সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের জন্যও পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক, যেখানে সাংবাদিকরা প্রায়শই পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা হয়রানির শিকার হন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশ কয়েক বছরের জন্য তথাকথিত 'অস্থায়ী' আটকাদেশের শিকার হতে হয়।''

সূত্র : দ্য ওয়ার.ইন
(thewire.in)

সোশ্যাল মিডিয়া

আমাদের শোচনীয় ও মর্মান্তিক অপমৃত্যু কেউ আটকাতে পারবে না

নীলাঞ্জন মিশ্র : উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুন্দেলখন্ডের ৩২টা গ্রামের ৭০০০-এরও বেশি পরিবারের আদিবাসীরা। গলায় দড়ি দিয়ে নদীর জলে নেমে চড়া রোদে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েরা প্রতিবাদ করছেন। কাঠ দিয়ে প্রতীকী চিতা বানিয়ে কোলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এই রোদে শুয়ে আছেন। আবার অনেকে সারা গায়ে মাটি মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আইপিএল, ভোটের সার্কাস ও নোংরামির ভীড়ে মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখন্ডের ৩২টা গ্রামের ৭০০০-এরও বেশি পরিবারের আদিবাসীরা তাঁদের আন্দোলনে অনড় রইলেন। বুন্দেলখন্ডের জলাভাব দূর করবে বলে ৪৬,০০০ কোটি টাকার দাউধান ড্যাম প্রকল্প শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার মূল উদ্দেশ্য নাকি কৃষকদের সমস্যার প্রতিকার করা। এই প্রকল্পে কেন - নদীতে একটা বাঁধ দিয়ে নদীর 'উদ্বৃত্ত' জল ধরে ক্যানালের মাধ্যমে তা পাঠানো হবে বেতোয়া নদী পর্যন্ত। তাতে প্রচুর মানুষের জলাভাব দূর হবে। চাষবাস ভালো হবে। এই কাজ করার জন্য ৩২টা গ্রামের আদিবাসী মানুষ, চাষীদের বলা হয়েছে ৫-১২.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। একথায় নারাজ আদিবাসীরা বলেন, টাকা দিয়ে কী হবে যদি তাদেরকে তাদের এতদিনের বসত, সংস্কৃতি, চাষবাস ছেড়ে চলে যেতে হয়? আর এই টাকায় কী হবে? ঘর, চাষবাস, পশুপালন সবকিছুর ব্যবস্থা করা যে এই টাকায় অসম্ভব তা যে কোনও সুস্থ মানুষ মাত্রেই বুঝবেন।

এছাড়াও এই প্রজেক্টের জন্য ৪৫ লক্ষ গাছ অন্তত কাটতে হবে। পান্না টাইগার রিজার্ভের বেশ খানিকটা অংশ ডুবে যাবে এবং অনেকগুলো গ্রাম চলে যাবে জলের তলায়। মানুষের জীবন, বসত, সংস্কৃতি, চাষবাস সবকিছুর দাম মাত্র ৫লাখ থেকে ১২.৫ লাখ টাকা? আর গাছের দাম? জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের দাম? সব টাকায় সেরে দেওয়া যাবে এতটাই অসম্মানের বা সস্তা হয়ে গেছে সবকিছু? আদিবাসীরা দিল্লী যেতে চাইলে ১৬৩ নং ধারা জারি করে তাদের ছাতারপুরেই আটকে দেওয়া হয়। তখন পান্না টাইগার রিজার্ভের মধ্যে ঢুকে নদীর মাঝামাঝি এইভাবে তাঁরা মরণপণ আন্দোলন শুরু করেন। সামান্য জল ও খাবার সঙ্গে ছিল। এই রোদে দিনে রাতে খোলা আকাশের নীচে ওইভাবে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আন্দোলন। সরকার বাইরে থেকে খাবার, জল, ওষুধ সব আটকে দিলো পুলিশ দিয়ে যাতে জলকষ্টে খাদ্যকষ্টে ওষুধের অভাবে আন্দোলনকারীরা জায়গা ছেড়ে চলে যান। কেউ যাননি। ওভাবেই রয়ে গেলেন আর বলে গেলেন, এমনিই তো মরে যাবো, তাই আন্দোলন করেই মরবো। আমাদের টাকা নয়, গ্রামের বদলে গ্রাম চাও। গাঁওকে বদলে গাঁও, একথাটা কত বড় কথা, কোন্ অনুভূতি থেকে বলা কথা তা আজও অনেকে বুঝবেন। জলের একটা ট্যাংক আনার ব্যবস্থা করলেও সেটা পুলিশ সরিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে একেকটা ড্যাম প্রকল্প কীভাবে জনপদ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ধ্বংস করেছে সেটা অনেকে জানেন। না জানলে জানতে হবে। অনেকে সম্পূর্ণ ফেইল্ড ড্যাম প্রজেক্টও দেখেছেন। ইতিহাস না জেনে সেসব প্রজেক্টের সামনে অবশ্য লোকে ফোটোশ্যুট করতে বা রীল বানাতে চলে যান। বলাই বাহুল্য, এখানেও ড্যাম বানালে মারাত্মক ক্ষতি হবে। সরকারী তরফে শুধু ক্ষতিপূরণের জন্য মানুষের আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে। কেউ ভুলেও বলছেন না এতে জঙ্গল জমি ও জীববৈচিত্র্যের কতখানি ক্ষতি হবে। যাঁরা বলছেন তাঁরাও অনেকে ভালো জানেন হাজার হাজার বছর ধরে দেশের শুকনো ও গরম অঞ্চলে অজস্র মানুষ কীভাবে জল সংরক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, চাষ ও পশুপালন করেছে। তার জন্য হঠাৎ আজ কোনও সরকারের মেগা প্রজেক্টের দরকার তাদের হয়নি। সমাধানকে সেই পথে না নিয়ে গিয়ে এরকম ধ্বংসাত্মক পথে নিয়ে যাওয়ার কারণ কী? সেটা ভাবা আমাদের সবার দায়িত্ব। নতুন করে সার্ভে হবে এবং আন্দোলনকারীদের শর্ত খতিয়ে দেখা হবে, এসব বলার পর আপাতত আন্দোলন থেমেছে তবে একথার নড়চড় হলে আবার শুরু হবে তা নিশ্চিত। আমাদের মিডিয়ায় এসব খবর তেমন নেই তবে ইন্সটা ইউটিউব ফেসবুক সর্বত্র অনামী মিডিয়া, আবার ডাউন টু আর্থ এর মতো মিডিয়া নানা খবর করেছে, টাইমস অফ ইন্ডিয়া লিখেছে। আমার অনুরোধ সবাই এসব দেখবেন ও পড়বেন। আজ আর একথা ভাবতেই হবে যে আমরা জল জঙ্গল থেকে দূরে থাকলেও যে পর্যায়ে আমরা এসেছি সেখানে এই আন্দোলনের মাহাত্ম্য না বুঝলে আমাদের শোচনীয় ও মর্মান্তিক অপমৃত্যু কেউ আটকাতে পারবে না। এখনও মানবিকতা বেঁচে আছে এই কথায় বিশ্বাস রেখে সংক্ষেপে কেন-বেতোয়া লিংক প্রজেক্ট ও আন্দোলনকারীদের প্রতি সরকারের নিপীড়নমূলক আচরণ, তাঁদের কষ্টের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, আশা রাখলাম যাঁরা এসবের কিছুই খোঁজ রাখেন না তাঁরা অনেকে খোঁজ রাখতে শুরু করবেন। আশা করি নানা শহরে গ্রামে মফস্বলে চরম জলাভাব, দূষণের কারণে মৃত্যু, প্রচন্ড গরম, বদলে যাওয়া ঋতু আমাদের ভাবতে বাধ্য করবে এসব। আশা করি মরার কালে হরিনামের মতো করে হলেও 'ওদের' লড়াইকে আমাদের সকলের লড়াই বলে অনুভব করবো আমরা এবং এই ভাবনায় ভাবিত হবো যে, স্রেফ একটা চাকরি আর কিছু টাকা দিয়ে এই সংকট থেকে বেরোনো যাবে না। মানুষের মনুষ্যত্ব, সুস্থ ও মানবিক চিন্তার কাছে বারবার এই আশা এই আবেদন রইলো।

২৭ এপ্রিল ২০২৬ ফেসবুক

এদেশে দলিতের মেধা, নারীদের চরিত্র আর মুসলমানদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রতিদিন প্রশ্ন ওঠে

আমি মীর রাকেশ রৌশান। পিতার নামের শেষে ইসলাম আর মায়ের নামের শেষে বেগম আছে। ফলে মুসলমান। এদেশে, এরাজ্যে তৃণমূল থাকা বা বিজেপি আসা নিয়ে আমার তেমন কোন কিছুই যায় আসে না। পরিবর্তন বা প্রত্যাবর্তনে অবাক হইনা। কিছু কিছু জিনিস যখন ভাবায় তখন হয়তো পক্ষ নিই। চেষ্টা করি পক্ষ অবলম্বন করে মানুষের যাতে ভালো হয়। সমাজ যাতে ভালো থাকে। কাল সারাদিনই প্রায় ঘুমোচ্ছি। বিজেপি আসাতে বেশ কিছু বন্ধু বারবার ফোন করছে। আমাকে ঘুমের ঘোরে দেখে তারা অবাক। তাদের প্রথম প্রশ্ন ঘুম কি করে আসছে। আমি হতাশ নই কেন? সব্বাইকে এতো কিছুর উত্তর দেওয়া মুস্কিল ফলে ওপেন লিখে দিলাম সবার বুঝতে সুবিধা হবে।

স্কুল জীবনে যে বন্ধুকে মাঝে মধ্যে খেলার জন্য ডাকতে যেতাম। সে কোনও দিন আমাকে বাড়ির ভেতরে ডাকেনি। আমি ডাকলে সেও আমাদের বাড়ি আসতো না। কোনও ক্রমে আসলেও কিছু খেত না। সেই সময় ওই বিষয়গুলো বুঝতাম না। পরে বুঝতে পেরেছি আমি মুসলিম।

যে বন্ধুটি মাধ্যমিক ফেল করেছিলো তার পরীক্ষার আগে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে নোটস ম্যানেজ করে পরীক্ষার কয়েক মাস আগে যখন ওর বাড়ি নোটসগুলো দিতে যাই বন্ধুর মা আমার হাত থেকে নোটসটা না নিয়ে মেঝেতে রাখতে বলেছিলেন। পরে সেটাও বুঝেছিলাম আমি মুসলিম।

স্কুল শেষ করে কলেজ জীবনে বাম ছাত্র-রাজনীতি করতাম, ভেবেছিলাম বামপন্থী হবো। সমাজ বদল করবো। ভোটে জেতার পর ইউনিয়ন রুমে কিছু বন্ধু অজান্তে নাকি জেনে জানি না, কথায় কথায় ইয়ার্কি মেরে বলতো 'কাটা'কে সঙ্গে নে। পরে 'কাটা' মানে বুঝেছি। 'কাটা' মানে আমার পেনিসের ডগাটা চামড়াটা প্রতিটি মুসলমানের মতই কাটা।

বন্ধুদের বাড়ি ঘর যেতে আমি খুবই ভালোবাসি। কোনও এক বন্ধুর বাড়িতে বুঝেছিলাম আমি বাংলা কথা বললেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিশ্বাস করে আমি বাঙালি নই। এমন অনেক জায়গায় বলতে শুনেছি 'বিশ্বাস করো তুমি একদমই মুসলমানদের মতো নও।' বলতে শুনেছি 'তুমি মুসলমান? আমি তো ভাবছিলাম বাঙালি।' জীবনের প্রথম চাকরি জয়েনের সময় আমি যেহেতু মুর্শিদাবাদবাসি তাই ভোটার,প্যান, আঁধার থাকার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট-এর থেকে একটা এফিডেফিট করে অফিসে জমা দিতে হয়েছিলো। বিশ্বাস করাতে হয়েছিল আমি বাংলাদেশি নই। পরে মানথলি মিটিংয়েও আমাকে আমার রিজুনাল ম্যানেজার অপমান করতো। একবার তো সব্বার সামনে বলে ছিলো 'তুই মুর্শিদাবাদী, তারপরে মুসলমান, তোদের জাতটাই এমন তোদের কে কি বিশ্বাস করা যায়?'

আমার প্রেমিকা খুব উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, মার্ক্সবাদী ছিল। অসাধারণ



মানুষ। মাঝে মাঝে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতো 'মীর আমি তোমাকেই ভালোবাসি।' সেও একদিন বলেছিল 'মুসলমান ছেলেকে বাড়ি থেকে মেনে নেবে না বুঝলে, আমার কিচ্ছু করার নেই।'

NRC আন্দোলনের মিছিলে হাঁটছি। একসাথে বামপন্থী ছাত্ররাজনীতি করা খুব কাছের বন্ধু হাঁক দিচ্ছে 'মীর... মীর...' কাছে গিয়ে হাতের সিগারেটটা কাউন্টার দিয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে বন্ধু বলেছিল 'NRC নিয়ে তোদের লড়াই খুব শক্ত হয়ে গেলো, দেখ কতটা পারিস।'

প্রতিমাসে এক সম্পাদকের দশ কপি করে পত্রিকা বিক্রি করে দিতাম। প্রতি মাসের পত্রিকা নেওয়ার সময় আমার কবিতাটি বেরিয়েছি কি না পাতা উলটে দেখতাম। পরে বুঝতে পারি মীর রাকেশ রৌশান নামে হকার হতে পারে কবি নয়। বামপন্থী রাজনীতি করার সময় শহরের অন্যান্য কমরেডরা জায়গা কিনলেও শহরের নির্দিষ্ট জায়গায় আমাকে জায়গা বিক্রি করতে চায়নি। কারণ আমার বাবার নামের শেষে ইসলাম আছে।

এই তো, এই SIR এর সময়য়ে আমি বুঝেছি বর্ণবাদী বাবু ভদ্র সমাজকে। যাদের সামনে বলা যাবে না নির্দিষ্ট কমিউনিটি টার্গেট হয়েছে। এমন অনেক ঘটনা অন্য মানুষের জীবনে উলটো প্রান্তেও ঘটছে। যদিও এইসব বিষয় নিয়ে লিখতে আর ভাল্লাগে না। অনেকে ভাবে কালচারাল পলিটিক্স করি। আমার মনে হয়েছে স্কুল, কলেজের ডিগ্রীর থেকে এই জাতির তাঁদের ইতিহাস, সংস্কৃতি জানাটা জরুরি। আর সবচেয়ে জরুরি বাড়ির প্র্যাকটিস। সমাজ পরিবর্তন হয় বাড়ি থেকেই।

ফলে গ্রামে বসে একটা ওয়েব পোর্টাল চালানোর চেষ্টা করেছি, গবেষণা করার চেষ্টা করি, পত্রিকা চালানোর চেষ্টা করি। বাড়িতে ছবি আঁকার ক্লাস শুরু করেছি। গানের ক্লাস করেছি। নাচের ক্লাস করেছি। আবৃত্তির ক্লাস করেছি। গ্রামের বাচ্চাদের একটা উদার প্র্যাকটিসে রাখার চেষ্টা করেছি। আমাদের বাড়িটা শনিবার-রবিবার বাচ্চাদের দখলে থাকে। বিভিন্ন গণ আন্দোলনে থাকার চেষ্টা করি। এই মাঝ বয়সে এসে আমি হিন্দুত্ববাদ, সংখ্যাগরিষ্ঠের দামামা, ব্রাহ্মণ্যবাদ কি কেন কেন কিসের জন্য, আমি জানি। আমি জানি ইসলামফোবিয়া কি। দু বছর ধরে ফ্যাসিবাদ নিয়েই কাজ করছি, ফলে আমি ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা কি সেটা খুব ভালো ভাবে জানি। আমি জানি একজন গ্রামে থাকা মানুষ আর শহুরে প্রিভিজেলের মধ্যে পার্থক্য। আমি জানি একজন সংখ্যালঘু লেখক আর একজন সংখ্যাগুরু লেখকের পার্থক্য। আমি জানি আমাদের গ্রামের কবর থেকে পাড়ার মসজিদ পর্যন্ত এ সরকার আসার আগেই ডাকাতি হয়েছে। সেই আবেগকে কাজে লাগিয়েও কেউ কেউ ভোটে জিতছে। ভোট ভাগাভাগিতে সাহায্য করছে। সে যাইহোক,আমি জানি সংবিধান আমাকে যে অধিকার দিয়েছে তার জন্য বারবার কোর্টে যেতে হয়। ফলে আমি বাসে, ট্রেনে যা দেখেছি তা আমাকে শিখিয়েছে শুধু। আমি স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যা দেখেছি তাতে রঙ বদল আমার কাছে কিছুই না। বরং আমরা সমাজ বদলের কথা ভাবতে পারতাম। আমি জানি এদেশে দলিতের মেধা, নারীদের চরিত্র, মুসলমানদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন উঠবে। আমার মনে হয়েছে ঘুণ ধরা একটা সাম্প্রদায়িক সমাজে কেউ কেউ চিনির মোড়ক লাগিয়ে রেখেছে। নির্বাচন তো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত। ফলে সমাজে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ছাপ পড়ে আছে তার সাথে রাজনৈতিক পালাবদল আসলে অবাক হওয়ার মতন কিছুই নেই। যেটা মনের ভেতরে ছিলো সেটা নির্বাচনের ইভিএম এ দেখা গেছে। এটা তো হওয়ারই ছিল। আমি হতাশ নই। বরং এটাও একটা শিক্ষা। এই শিক্ষাটা নিয়েই আমাদের চেষ্টা করতে হবে। যেটা আগে করেছি তা হয়তো আগামীতেও করবো। না পারলে ঘরে ঢুকে যাবো। লেনিনের মূর্তিতে রঙ মাখানো নিয়ে খবর আসছে। লেনিনের মূর্তিতে লেগে থাকা রঙ সৃজন মোছাচ্ছে। মানে লেনিন কে সেটা চেনানো হয়নি। এ দায় তো আমাদেরই। যদি চেনাতে পারতাম তাহলে তো মানুষ রাস্তায় নামতো। যারা রঙ মাখিয়েছে তাদের মুখে মানুষ কালি লেপে আসতো। আমি মীর রাকেশ রৌশান। বাবার নামের শেষে ইসলাম আছে মায়ের নামের শেষে বেগম। এই মাঝ বয়স পর্যন্ত যা দেখেছি তাতে মন থেকে মানসিক সবটারই পরিবর্তন হয়েছে। ছিন্নভিন্ন হয়েছে সব। এইটুকু বয়সে প্রেম থেকে বিপ্লব কি না দেখলাম। পড়তে পড়তে শিখেছি। পুড়তে পুড়তে শিখছি। সবটাই ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর বাকি আছে বলতে একটা বাড়ি। খুব জোর হলে সেটাতে বুলডোজার চলতে পারে। এর বাইরে আর কি হতে পারে? ফলে যাদের হাহুতাশ আছে তারা সুস্থ থাকুন। লড়াইয়ে থাকুন। মানুষ হয়ে মানুষের পাশে যতটা পারবেন থাকুন। বেঁধে বেঁধে থাকুন। বিশেষ করে সংসদীয় বামপন্থী বা স্বাধীন বামপন্থী, মানবাধিকার কর্মী, ধর্ম নিরপেক্ষ উদার চিন্তার মানুষ, গণ আন্দোলন কর্মী, পরিবেশ এবং জেন্ডার নিয়ে যারা কাজ করেন তাঁদের বেঁধে বেঁধে থাকাটা খুবই জরুরি। আমি এখনও যতটুকু পারবো আপনাদের পাশেই থাকার চেষ্টা করবো। আর কি বলি...

(৫ মে ২০২৬ ফেসবুক। শিরোনাম আমাদের)

১৯ মে ভাষা শহীদ দিবসে ‘ভাষা কথা’ প্রকাশ



সংবাদদাতা : মধ্যমগ্রাম মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ১৯ মে মঙ্গলবার বিকেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো শিলচর-কাছাড় ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ অনুষ্ঠান। আয়োজক ভারত বাংলাদেশ ভ্রাতৃত্ব মঞ্চ ও ভাষা শহীদ উদযাপন ঐক্য পরিষদ। ভাষা শহীদদের স্মৃতিতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভাষা শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি সাহা, ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মোহিত রায়-সহ অন্যান্যরা। ভাষা শহীদদের স্মরণে একমিনিট নীরবতা পালনের পর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজশ্রী চক্রবর্তী। এরপর ছিল ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বক্তৃতা, গুণীজন সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অঙ্কন প্রদর্শনী।

এছাড়াও ছিল চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ভাষা আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ ‘ভাষা কথা’ প্রকাশ অনুষ্ঠান। এদিন অধ্যাপক মোহিত রায়, মৃণালকান্তি সাহা, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনলাল মৈত্র প্রমুখ ‘ভাষা কথা’ গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন।

হাবড়ায় আবৃত্তাঙ্গনের কবি প্রণাম

আশিস কুমার ঘোষ : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে উত্তর হাবড়া সেবা সংঘের আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র ‘আবৃত্তাঙ্গন’-এর উদ্যোগে সংঘের বিবেকানন্দ ভবনে ২৫ বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খুদে শিল্পীদের কবি প্রণাম। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানে সূচনা করেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক অমিত দাস। এরপর সকলে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। আবৃত্তি প্রশিক্ষক পলি দত্তের উপস্থাপনায় শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের জীবন -দর্শনের উপর আলোচনা। আবৃত্তিতে অংশ নেন শিশু শিল্পী অস্মিতা পাল, আদৃত দাস, শ্রীপর্ণা দত্ত, অর্চিত সাহা, ঋত্বিক দত্ত, রাজিসা ঘোষ, অর্সিয়া চক্রবর্তী প্রমুখ। সবশেষে ‘আগুনের পরশমণি’ গানটিতে শিশুদের সঙ্গে গলা মেলান শিশুদের অভিভাবকরা।

দুর্নীতিগ্রস্ত কাউকে ছাড়া হবে না, পুরকর্মীদের স্পষ্ট বার্তা বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের

এক পাতার পর

বেআইনি নির্মাণে অনুমোদন দেওয়া, বেআইনিভাবে পুকুর বুজিয়ে বহুতল



ভবন নির্মাণ, অর্থের বিনিময়ে বেআইনি ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া, টোটো অটো ভ্যান রিক্সাচালকদের থেকে বেআইনিভাবে অর্থ আদায় করার অনেক অভিযোগ তাঁর কাছে এসেছে। এগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি পুর-কর্মচারীদের সতর্ক করে বলেন, তাঁদের বেতনের অর্থ কোনও পার্টি দেয় না, জনসাধারণের করের টাকায় তারা বেতন নেন। সুতরাং জনসাধারণকে অনর্থক হয়রানি বন্ধ করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে কাজ করলে বিধায়ক হিসেবে আমার সহায়তা সর্বদা আপনাদের পাশে থাকবে। কোনও রকম দুর্নীতি বা ব্যক্তি স্বার্থে কাজ করলে তার শাস্তি পেতেই হবে। এ বিষয়ে নতুন সরকারের পক্ষ থেকে থানার আইসিকে নির্দেশ দেওয়া আছে। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, দুর্নীতিগ্রস্ত কাউকে ছাড়া হবে না। উল্লেখ্য, বিধায়কের এই বৈঠকের আগেই হাবড়া আইএনটিটিইউসির সভাপতি তারক দেশকে দুর্নীতির অভিযোগে হাবড়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আদালত তাকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

‘অঙ্গীকার’ পত্রিকার একাদশতম সংখ্যা প্রকাশ



মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় : ১৯ মে ভাষা শহীদ দিবসে ‘অঙ্গীকার’ পত্রিকার একাদশতম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি কক্ষে প্রকাশিত হলো এই সংখ্যা। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ও অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. মনোজ ঘোষ, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, দীপক মিত্র, জয়দেব চ্যাটার্জী, নোটন কর ও সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা শহীদ-সহ দেশ ও বিদেশে প্রয়াত সকল সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীর উদ্দেশ্যে নীরবতা পালিত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা দত্ত। স্বাগত ভাষণ দেন ‘অঙ্গীকার’ পত্রিকার সম্পাদক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ‘অঙ্গীকার’ পত্রিকার একাদশতম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন। অসমের শিলচরে ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন ড. সফিয়ার রহমান। অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন ‘সম্প্রীতি মনন’ পত্রিকার সম্পাদক দীপক মিত্র, অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. মনোজ ঘোষ, প্রবীণ সাংবাদিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কলমনিস্ট নোটন কর, গল্পকার সুবোধ ভট্টাচার্য, যন্ত্র-সঙ্গীতশিল্পী বেণু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাবন্ধিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

এরপর আলোকখচিত এই মঞ্চে ‘অঙ্গীকার’ পত্রিকার পক্ষ থেকে স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয়। এদিন যথোচিত মর্যাদায় অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্যযোগী সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় সুবোধ ভট্টাচার্যের হাতে। সুদিন গোলদারকে প্রদান করা হয় অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সাংবাদিকতা সম্মাননা। সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংগীতযোগী সম্মাননা পান বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়। ড. সফিয়ার রহমানকে দেওয়া হয় অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি শিক্ষাযোগী সম্মাননা এবং প্রদ্যুৎ কর্মকার পান সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সেবাযোগী সম্মাননা। তাঁর হয়ে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন তনুশ্রী খান।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে স্বরচিত রচনা পাঠ করেন দেবদাস নন্দী, তাপস তরফদার, অরুণপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রণজিৎ হালদার, রাজু সরকার, অশোককুমার রায়, প্রদীপ মিস্ত্রি, গৌরাঙ্গ দাস, সুদিন গোলদার, তারাশঙ্কর আচার্য, মিন্টু বাড়ৈ, চৈতালী হালদার-মিত্র, অর্চনা দে-বিশ্বাস ও অভিজিৎ সান্যাল। আবৃত্তিতে ছিলেন সবর্ণা ভট্টাচার্য, পারমিতা দাস, অরুনিমা দে, দিলীপ দাস, সুমিতা ঘটক, জয়দেব চ্যাটার্জী, সীমা দাশগুপ্ত ও সৌমার্য্য চন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সীমা ভট্টাচার্য, অরূপকুমার ঘোষ, টুলু সেন, মহাদেবচন্দ্র সরকার, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিপ্রা সাহা। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন ড. সফিয়ার রহমান।

‘যেথায় আমার ঘর’ পত্রিকার ৫০ বছরে পদার্পণ



সুদিন গোলদার : অশোকনগরে এক মনোরম শান্ত পরিবেশে ৩ মে রবিবার আয়োজিত হলো ‘যেথায় আমার ঘর’ পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী (৫০ বছরে পদার্পণ)-এর সূচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সভার সভাপতি বর্ষীয়ান শিশুপ্রেমী শিক্ষাবিদ অপূর্ব গাঙ্গুলী। পঞ্চাশটি মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিষ্ঠা সাহা। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিশুশিল্পী অস্মিতা ঘোষ ও অহনা সাহা। প্রায় ৪০ জন সম্মানীয় সভাসভ্য-সভ্যাকে সম্মান সূচক চন্দনটিপ, উত্তরীয়, স্মৃতিস্মারক ও পত্রিকা প্রদান-সহ সম্মাননা জ্ঞাপন করেন পত্রিকার পক্ষে পত্রিকা পরিবারের একাধিক সদস্যা। সভা পরিচলনায় ছিলেন অংশুমান সাহা। স্বাগত ভাষণে সভাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জানিয়ে আয়োজনের উদ্দেশ্য-বিধেয় সংক্ষেপে তুলে ধরেন তিনি।

সভাপতি অপূর্ব গাঙ্গুলি সার্বিক শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বল্প পরিসরে পত্রিকার আদর্শ চরিত্র-সহ সংবাদ, সম্পাদকীয়-সহ পরিবেশনে সম্পাদক, সাংবাদিক, প্রতিষ্ঠাতা মৃণালকান্তি সাহার পরিচ্ছন্ন ভাষাবোধ ও কৌলিন্যের তাৎপর্য উল্লেখ করেন। তিনি পরমপুরুষকারের আশীর্বাদে পত্রিকা দীর্ঘতর পথের যাত্রী হোক মনে রেখে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। স্বরচিত কবিতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন উপস্থিত কবি, শিল্পীরা। আগত অতিথিদের মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়নের ব্যবস্থায় সবাই তৃপ্তি লাভ করেন। পত্রিকা-সম্পাদকের কিছুকথা দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।

গ্রামবাংলার খবর

শরৎ সংখ্যা ১৪৩৩

- মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।
- এই সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশে আগ্রহীরা তাঁদের লেখা ডাকে বা ইমেলে পাঠাতে পারেন।
- পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক।
- লেখাটিকে মৌলিক হতে হবে। কোথাও যেন প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তেমন লেখা পাঠাবেন।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত লেখাও পাঠাবেন না।
- লেখা মনোনীত হলে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

গ্রামবাংলার খবর

৪৯১ সি/৪ অশোকনগর, পো :- অশোকনগর,

জেলা :- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন :- ৭৪৩২২২

Email : diliproy.journalist@gmail.com

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক দিলীপ রায় কর্তৃক ৪৯১/৪ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, সূচক - ৭৪৩২২২ থেকে প্রকাশিত এবং আয়েষা প্রিন্টার্স, মালিয়াকুড়, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত। দূরভাষ ঃ ৭৬৭৯৫২০৩৫০/৯৭৪৮২৮২৯৮৭, ই-মেল ঃ diliproy.journalist@gmail.com **সম্পাদক ঃ দিলীপ রায়**

RNI NO - WBBEN/1999/1256